স্মারকগ্রন্থ-১৪২২
বালিটিকুরী নবীন ক্রীড়া সংসদ
বালিটিকুরী, নস্করপাড়া, হাওড়া

শুভেচ্ছা

[illegible]বিত্র সরকার

প্রতি বছরের মতো এবারেও বালিটিকুরী নবীন ক্রীড়া সংসদ হাওড়া জেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং আগামী ৪ বৈশাখ সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়ার আয়োজন করেছে জেনে সুখী হলাম।

সংস্কৃতি আর মানুষ প্রায় সমার্থক। পশুর মধ্যে সংস্কৃতির প্রাথমিক উন্মেষ হয়তো আছে [illegible], কিন্তু মানুষের মধ্যে এই সংস্কৃতি এত বিচিত্র ও ঐশ্বর্যময় রূপ লাভ করেছে তা [illegible] বিস্মিত হতে হয়। আর সংস্কৃতি অর্থ শুধু গানবাজনা–সাহিত্য–চিত্র–নৃত্যকলা নয়, [illegible] মানুষের সংস্কৃতি, যেমন খাদ্য উৎপাদন এবং রন্ধন এক বিশাল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। [illegible] বা চারুকলার সংস্কৃতি মানুষের মনকে সুন্দর ও মার্জিত করে, তাকে আরও বেশি [illegible] করে তোলে। আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সংস্কৃতির চর্চা যত বেশি হয় ততই [illegible] পক্ষে মঙ্গল, সমাজে শিষ্ট, সভ্য এবং রুচিমান মানুষের সংখ্যা বাড়ে। আজকের [illegible] তার প্রয়োজন বড়ো বেশি। দশ হাজার বছর ধরে মানুষ তার এই সংস্কৃতি তৈরি [illegible], তার মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা কখনো স্রষ্টা হিসেবে, কখনো আস্বাদনকারী হিসেবে [illegible] এ-সব সমাজের অভিভাবকেরা এমনই স্বপ্ন দেখেন। বালিটিকুরী নবীন ক্রীড়া সংসদ [illegible] এই অভিভাবকদের কাজ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে বলে আমি আনন্দিত।

আমি তাঁদের এই অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

পবিত্র সরকার

[illegible], ১৪২১ প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

শূন্য এ হৃদয়ে

কোয়েল মল্লিক

শূন্য এ হৃদয়ে তুমি আসবে যেদিন ফিরে,
ভরে নয়ন ভাসবে সেদিন ভালোবাসার নীরে।
ক্লান্ত পথে দেখেছো কি কভুও তাকে ফিরে,
ভেবেছো কি তাকে, চেয়েছো আপন করে?
চাওনি তুমি, ডাকোনি তাকে,
ফেলে রেখে গেলে পথের বাঁকে–
ব্যথায় ভরা শূন্য হৃদয় বাঁধোনি বাহুডোরে।
কখনো কি দেখেছো আঁখি মেলে
কত ফুল হায় শুকাইল অবহেলে?
ছিল সুবাস ফুলগুলি সব অকালে পড়ল ঝরে,
সন্ধ্যা হলো পাণ্ডুর না দেখি তোমারে।
নদীও হারালো গতি,
তারাও হারালো জ্যোতি।
আকাশ, বাতাস, নদী, ফুল শুধু খোঁজে
সঙ্গীটিরে।
তুমি আসবে যেদিন ফিরে
বাহিয়া খেয়াটিরে,
আমায় ডাকবে না কি সেই নদীটির তীরে?
সেদিন তেয়াগি তোমার অহং আপন
চাহিবে আমারে করিতে আপন,
হৃদয় হতে উঠবে ধ্বনি' আসার আমন্ত্রণ,
তুমি ডেকো আমায় তোমার আপন করে।

হৃদয়প্লাবী ভালোবাসায়
দুইজনারই ভরবে হৃদয়,
কূল ছাপিয়ে নদী সেদিন ভাসবে জোয়ারে।
সেদিন আকাশ জুড়ে বৃষ্টি ধারায়
মাতবে ভুবন সৃষ্টিখেলায়,
নীরব হৃদয় কত কথা বলবে তোমারে।
তুমি হাতটি রেখে আমার হাতে
সুর মিলিয়ো আমার সাথে,
সেদিন তোমার আমার ছন্দে সুরে বাঁধবো সবারে,
সবারি সুর মিলবে তখন হৃদয়–বীণার তারে।
বিশ্বজনীন ভালোবাসায়,
ভরিয়ে দেবো সবার হৃদয়,
সেদিন বিশ্বপিতার আশিস ধারা ঝরবে অন্তরে।
চলবো সেদিন সবাই মিলে, ডাকবো ঈশ্বরে,
যিনি ছড়িয়ে আছেন নিখিল বিশ্বে সবার অন্তরে।
স্বার্থশূন্য ভালোবাসায়
ঈশ্বরেরই প্রকাশ যে হয়, –
এই বার্তাই পৌঁছে দেবো বিশ্ব–দরবারে।